বাইন্যান্সে বড় সাইবার হামলা, ৬৩০ কোটি ডলার চুরির অভিযোগ



ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্সে বড় ধরনের সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্ল্যাটফর্মটির ডিজিটাল সম্পদ থেকে প্রায় ৬৩০ কোটি ডলার চুরির দাবি উঠেছে। এ ঘটনায় উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধারণা করছে দুটি শীর্ষস্থানীয় ব্লকচেইন বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান। হামলার খবরে বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টো বাজারেও বড় দরপতন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টিআরএম ল্যাবস ও চেইনঅ্যানালাইসিসের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) গভীর রাতে শুরু হওয়া হামলার মূল ঘটনা ঘটে মাত্র ২০ মিনিটে। এ সময় বাইন্যান্সের কয়েকটি ওয়ালেট থেকে হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওয়ালেটে অননুমোদিতভাবে অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান দুটির মতে, ২০২৫ সালে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বাইবিটে সংঘটিত সাইবার হামলার সঙ্গে এবারের ঘটনার পদ্ধতিগত মিল রয়েছে। ওই হামলার জন্যও উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকারদের দায়ী করেছিলেন মার্কিন তদন্তকারীরা। টিআরএম ল্যাবস জানিয়েছে, এবারের হামলার পেছনেও উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট হ্যাকিং ইউনিট রয়েছে বলে তারা মনে করছে।

ঘটনার পর বাইন্যান্স সাময়িকভাবে সব ধরনের অর্থ উত্তোলন বন্ধ করে দেয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীদের শতভাগ অর্থ ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের দাবি, ব্যবহারকারীদের মূল তহবিল নিরাপদ রয়েছে।

টেথার, সার্কেল ও ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিন্যান্সিয়ালের সহযোগিতায় চুরি হওয়া সম্পদের প্রায় ৩০০ কোটি ডলার জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে টেথার প্রায় ১৫৭ কোটি, সার্কেল ৮০ কোটি এবং রিপল ২০ কোটি ডলারের তহবিল আটকে দিয়েছে। বাইন্যান্সের সহ-প্রধান নির্বাহী রিচার্ড টেং এক্সে দেওয়া পোস্টে ব্যবহারকারীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর আশা, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লেনদেন ও অর্থ উত্তোলন সেবা স্বাভাবিক হবে।

বাইন্যান্সের প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের এক প্রকৌশলীর ল্যাপটপ হ্যাক হওয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা শুরু হয়। ওই কম্পিউটারে প্রবেশাধিকার কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা মূল নেটওয়ার্কে ঢোকে। অন্যদিকে, জাপানের মাউন্ট গক্স এক্সচেঞ্জের সাবেক প্রধান মার্ক কার্পেলেসের ধারণা, হামলাকারীরা বাইন্যান্সের অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ালেটের ব্যক্তিগত প্রবেশসংকেত বা প্রাইভেট কি হাতিয়ে নিয়েছিল।

হামলার প্রভাবে ক্রিপ্টো বাজারে দরপতন দেখা দিয়েছে। বিটকয়েনের দাম ছয় সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন ৭৬ হাজার ৩৬৮ ডলারে নেমে আসে। ইথারের দাম ৩ শতাংশের বেশি কমে দুই মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ২ হাজার ১৭৮ ডলারে দাঁড়ায়। বাইন্যান্সের নিজস্ব টোকেন বিএনবির দামও ৫ শতাংশ কমে প্রায় ৭০৯ ডলারে নেমেছে। কয়েনবেস গ্লোবাল ও স্ট্র্যাটেজির মতো তালিকাভুক্ত ক্রিপ্টো কোম্পানির শেয়ারেও দরপতন হয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, উচ্চ সুদের হার ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকা ক্রিপ্টো বাজারে এ ঘটনা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় বড় আঘাত হানতে পারে। পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে পারে।